7

তারিখ ... 20 DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

হাফিজউদ্দীন

ইংরেজী নতুন বছর আসতে আর মাত্র ক'টি দিন বাকী। তার পরই রাজধানীর বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির হিড়িক পড়ে যাবে। প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে নীচের শ্রেণীতে যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে সে তুলনায় কোন কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তাছাড়া অভিভাবকদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করার ব্যাপারে চোখের ঘুম পর্যন্ত চলে যায়। আর না হয় এখানে-সেখানে তদবীর করার জন্য তারা হন্যে হয়ে ছুটে। তার পরও রাজধানীর বিদ্যালয়গুলোতে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করতে পারে না। রাজধানীর বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র ভর্তি নিয়ে অভিভাবকগণ হিমশীম খাচ্ছে। এতো গেল রাজধানীর কথা। এই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার হালচালও ভেবে দেখা উচিত। কারণ রাজধানী নিয়েই একটি দেশ নয়। গ্রামাঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীও এ দেশের মানুষ। তাদের ছেলে-মেয়েদের যথার্থ শিক্ষা দান একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু আজ-কাল গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা অব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করলে পিলে চমকে উঠে।

দেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে কয়েক বছর হলো। অথচ এ পর্যন্ত হাজার হাজার গ্রাম রয়েছে যেখানে বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঘোষণা করা হলেও ছেলে-মেয়েরা ভর্তি হবে কোথায়? বিদ্যালয়ের অভাবে দেশের লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এ সম্পর্কে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলার ১শ' ২৪ থানার ২৩ হাজার ৪শ' ৯৪টি গ্রামের মধ্যে ১১ হাজার ৩শ' ৬৫টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে এ গ্রামগুলোর প্রায় ৯ লাখ ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এক সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, নীলফামারী জেলার ৬টি থানার ৮শ' ২৫টি গ্রামের মধ্যে প্রায় ২শ' গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এ কারণে এ জেলার ৪৬ হাজার ৭শ' বালক-বালিকা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। রংপুর জেলার ৮টি থানার মধ্যে ৬শ' ৫টি গ্রামেই কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় ৯৯ হাজার ২শ' ৯৪ জন ছেলে-মেয়ে লেখা-পড়া থেকে বঞ্চিত রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রায় প্রতিটি গ্রামে অনুরূপভাবে ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। দেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাবে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। কিশোরগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার আইন পাস এবং এ ব্যাপারে কার্যক্রম চালু করা সত্ত্বেও কিশোরগঞ্জ জেলার ৭৪ হাজার ছেলে-মেয়ে এ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের এ অচলায়তন যদি ভাঙতে না পারে তাহলে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে হ্রাস পাওয়ার আশংকাই রয়েছে।

তদুপরি যে সব ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পেরেছে তারা সঠিক শিক্ষা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায় ছেলে-মেয়েদের যথার্থ শিক্ষা দিতে পারছে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ উঠেছে যে, কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ নিয়মিত আসেন না অথবা আসলেও খাতায় নাম সহি করেই চলে যায়। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শিক্ষকদের কাছ থেকে আদর্শ শিক্ষা না পায় তাহলে পরবর্তীকালে তারা প্রকৃত মানুষ হবে কিভাবে! ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পাঠ্য-পুস্তকের সাথে সাথে নৈতিক আচরণ বিধি তাদের মনমগজে দিতে হবে।

আমাদের দেশে শিশু শিক্ষার দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাদেরকেও এ কথাগুলো আজকে ভাবতে হবে।